ভোরের কাগজ

তারিখ 07 FEB 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৮

একুশের বইমেলা

বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে আজ থেকে শুরু হচ্ছে মহান একুশের বইমেলা। লেখক, প্রকাশক ও বই পাঠকদের জন্য এ এক বাৎসরিক আনন্দোৎসব। বইমেলা উপলক্ষে বিপুলসংখ্যক বই প্রকাশিত হয় এই মাসে, উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বই বিক্রি হয় এই মেলায়। তাই জাতির সংস্কৃতিচর্চা ও প্রকাশনা শিল্পের জন্য একুশের বইমেলা একটি উল্লেখযোগ্য বৃহৎ ঘটনা। এই ঘটনা ইতিমধ্যে একটি ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে।

একুশের বইমেলা দিনে দিনে বড়ো হয়েছে। পুস্তক প্রকাশক ও পুস্তক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর অংশগ্রহণ দিনে দিনে বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে লোকসমাগম। কিন্তু বইমেলার স্থান-পরিসর বৃদ্ধি পায়নি। বাংলা একাডেমীর প্রাঙ্গণে বিপুল বইমেলার স্থান সঙ্কুলান দিন দিন কষ্টকর হয়ে উঠেছে। আর তা থেকেই যা কিছু বিশৃঙ্খলা, গাদাগাদি, ঠেলাঠেলি। বিগত বছরগুলোতে ছোটখাটো অপ্রীতিকর, অনভিপ্রেত ঘটনাও ঘটেছে। বইমেলা শুধু বইয়ের মেলা থাকেনি, আরো নানারকম সামগ্রীর পসরা বসেছে। দোয়েল চত্বর থেকে টিএসসির মোড় পর্যন্ত রাস্তায় যে মেলা বিগত বছরগুলোতে বসেছে, তাতে বই অপেক্ষা অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর পরিমাণই ছিল বেশি। এবছর বাংলা একাডেমী এই স্থানে সে রকম কোনো দোকান নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বইমেলা যাতে শুধু বইয়ের মেলাই থাকে সে লক্ষ্যে এই সিদ্ধান্ত সঠিক। তবে এর ফলে মেলার মূল অংশে অর্থাৎ প্রাঙ্গণের ভিতরে মানুষের চাপ নিঃসন্দেহে অনেকটা বেড়ে যাবে। অন্যান্য বছর দোয়েল চত্বর থেকে টিএসসির মোড় পর্যন্ত রাস্তার দোকানগুলোকে ঘিরে যে লোকসমাগম হতো এবার সেই চাপ পড়বে মেলার ভিতরে। তাতে প্রকৃত বইক্রেতা, মহিলা ও শিশুদের জন্য কষ্টকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। তাই মেলার ভিতরের শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যাপারে এবার বেশি মনোযোগ দিতে হবে।

বইমেলার ক্রেতাদের এক বিরাট অংশ শিশু ও মহিলা— কর্তৃপক্ষকে এ কথা মনে রাখতে হবে। পর্যাপ্ত পুলিশ, স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা দরকার। সেই সঙ্গে মেলার অভ্যন্তরে বৈদ্যুতিক সংযোগ ও বিদ্যুৎ ব্যবহারে যথাযথ নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখা জরুরি। অগ্নিকাণ্ড এড়াতে প্রয়োজনীয় সতর্কতা এবং অগ্নি নির্বাপণের দ্রুত ও নির্বিঘ্ন ব্যবস্থা প্রস্তুত রাখা দরকার।

আমরা মহান একুশের বইমেলার সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি। মেলার আয়োজকদের যথাযথ মনোযোগ, দায়িত্বশীলতা এবং মেলায় অংশগ্রহণকারী সকলের সহযোগিতায় একুশের বইমেলা সুষ্ঠু ও সুন্দর হোক।

অন্যান্য বছর দোয়েল চত্বর থেকে টিএসসির মোড় পর্যন্ত রাস্তার দোকানগুলোকে ঘিরে যে লোকসমাগম হতো এবার সেই চাপ পড়বে মেলার ভিতরে। তাতে প্রকৃত বইক্রেতা, মহিলা ও শিশুদের জন্য কষ্টকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে।